যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২৪৮

১/ বিবিধ

আরবী

إن الله تبارك وتعالى قرأ (طه) و (يس) قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا

منكر

أخرجه الدارمي (2/456) وابن خزيمة في " التوحيد " (109) وابن حبان في الضعفاء " (1/108) والواحدي في " الوسيط " (3/16/2) وابن عساكر في " التاريخ " (5/308/2 و12/30/2) عن إبراهيم بن المهاجر بن مسمار قال: حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة (قال ابن خزيمة: وهو عبد الله بن يعقوب ابن العلاء بن عبد الرحمن) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت: وهذا متن موضوع كما قال ابن حبان، وإسناده ضعيف جدا، وله علتان:

الأولى: إبراهيم، قال الذهبي في " الميزان " وساق له هذا الحديث: قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس به بأس.

قلت: انفرد بهذا الحديث

قلت: وفي ترجمته أورده ابن حبان وقال

منكر الحديث جدا

وقال الحافظ في التقريب

" ضعيف "

والأخرى: شيخه عمر بن حفص بن ذكوان. أورده ابن أبي حاتم (3/1/102) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ثم أورد بعده: " عمر بن حفص أبو حفص الأزدي البصري.. سمعت أبي يقول.. هو منكر الحديث

قال الذهبي في " الميزان ": " وهو عمر بن حفص بن ذكوان، قال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه، وقال علي: ليس بثقة. وقال النسائي: متروك

وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " (3/141) بعد أن عزاه لابن خزيمة: " هذا حديث غريب، وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما

قلت: وأما عبد الله بن يعقوب بن العلاء بن عبد الرحمن، فلم أعرفه، والظاهر أن في الأصل تحريفا، فإنه في " تفسير ابن كثير ": " ... مولى الحرقة يعني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة

قلت: وهذا هو الصواب، فإن عبد الرحمن بن يعقوب، له رواية عن أبي هريرة وعنه عمر بن حفص بن ذكوان. وهو والد العلاء بن عبد الرحمن

الحديث الثاني مما في " التوحيد " لابن خزيمة من الأحاديث الضعيفة

বাংলা

১২৪৮। আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার দু'হাজার বছর পূর্বে সূরা ত্বহা এবং ইয়াসীন পাঠ করেন। অতঃপর যখন ফেরেশতারা কুরআন শ্রবণ করল, তখন তারা বললঃ সেই উম্মাতের জন্য সুসংবাদ যাদের উপরে এটি নাযিল হবে। সুসংবাদ সেই সব যবানগুলোর জন্যে যেগুলো এর দ্বারা কথা বলবে। সুসংবাদ সেই সব পেটগুলোর যেগুলো একে বহন করবে।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি দারেমী (২/৪৫৬), ইবনু খুযায়মাহ "আততাওহীদ" গ্রন্থে (১০৯), ইবনু হিব্বান "আয-যুয়াফা" গ্রন্থে (১/১০৮), ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" গ্রন্থে (৩/১৬/২) ও ইবনু আসাকির "আততারঈখ" গ্রন্থে (৫/৩০৮/২, ১২/৩০/২) ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির ইবনে মিসমার হতে, তিনি উমার ইবনু হাফস ইবনে যাকওয়ান হতে, তিনি আল-হুরাকার দাস হতে (ইবনু খুযায়মাহ বলেনঃ তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব ইবনিল আলী ইবনে আবদির রহমান), তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এর ভাষাটি বানোয়াট যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন। আর সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা দুটিঃ

১। ইবরাহীম, হাফিয যাহাবী “আল-মীযান” গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ ইমাম বুখারী ইবরাহীম সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ বলেনঃ তিনি দুর্বল। উসমান ইবনু সাঈদ ইয়াহইয়ার উদ্ধৃতিতে বলেনঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমি (যাহাবী) বলছি । তিনি এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার জীবনীতে হাদীসটি ইবনু হিব্বান উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি দুর্বল।

২। তার শাইখ উমার ইবনু হাফস ইবনে যাকওয়ান। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৩/১/১০২) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভালো-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। অতঃপর তিনি তার পরে উমর ইবনু হাফস আবু হাফস আযদী বাসরীকে উল্লেখ করে বলেনঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছিঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি হচ্ছেন উমার ইবনু হাফস ইবনে যাকওয়ান। ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেনঃ আমরা তার হাদীসকে ত্যাগ করেছি এবং পুড়িয়ে দিয়েছি। আলী বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসাঈ বলেনঃ তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু কাসীর তার “তাফসীর” গ্রন্থে (৩/১৪১) বলেনঃ এ হাদীসটি গারীব। এর মধ্যে মুনকার রয়েছে। বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির আর তার শাইখের সমালোচনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আদুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব ইবনিল আলাকে আমি চিনি না। বাহ্যিক অবস্থা এই যে, আসলে উল্টা-পাল্টা করা হয়েছে। কারণ, "তাফসীর ইবনু কাসীর" এর মধ্যে তাকে হুরাকার দাস হিসেবে আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুবকে বুঝানো হয়েছে, তিনি আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটিই সঠিক। কারণ আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুবের আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা রয়েছে। আর তার থেকে উমার ইবনু হাফস ইবনে যাকওয়ান বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন আলী ইবনু আবদির রহমানের পিতা। সম্ভবত সঠিক হচ্ছে এই যে, তিনি হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকুব আবুল আলা ইবনে আবদির রহমান।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72127

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন